লার্ন লিডারশিপ

ফ্রম দ্য গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু

লার্ন লিডারশিপ

ফ্রম দ্য গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু

[পৃথিবীকে বদলে দেয়া ২৫ জন সেরা লিডারশিপ গুরু,
ট্রেইনারস, স্পিকারস অ্যান্ড মেন্টরস]

মো. মাছুম চৌধুরী

লার্ন লিডারশিপ : ফ্রম দ্য গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু
মো. মাছুম চৌধুরী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মাঝি বাঁধন

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৩০০ টাকা

Learn Leadership: From The Global Leadership Guru by Md. Masum Chowdhury
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Kobi First Edition: February 2021 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570
Phone: 02-9668736 (bkash) +88-01641863570
Price: 300 Taka RS: 300 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95196-0-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

কাজী এম আহমেদ (ফিউচার লিডারস) এবং এজাজুর রহমান স্যার (মাইন্ড মেপারস)-কে, যাদের কাছ থেকে আমি সর্বপ্রথম লিডারশিপ বিষয়ে ট্রেইনিং করেছি আইবিএ, ডিইউতে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমাদের পরিবারে আমি নেতৃত্ব শিখেছি
আমার বড় বোন মিসেস সাজেদা ইয়াসমিন মিলন আপার কাছ থেকে।
আপা আপনার কাছ থেকে এখনও শিখছি কীভাবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হয়।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ড. মো. ফিরোজ আলম শামীমকে, যিনি সুদূর ইতালি এবং কাতারে
অবস্থান করে আমার প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের
প্রতিটি কাজে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন।

ভূমিকা

পৃথিবীতে এ মুহূর্তে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ট্রেইনিংয়ের নাম হচ্ছে লিডারশিপ ট্রেইনিং। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশনে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ট্রেইনিংয়ের নাম হচ্ছে লিডারশিপ ট্রেইনিং। বিশ্বের প্রায় সেরা ইনোভেটিভ কোম্পানিগুলো প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে বেশি খরচ করে। প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অফিসার থেকে শুরু করে সবার মধ্যেই ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্ব দেয়ার কিংবা সর্বোচ্চ আসনে পৌঁছার একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। সে জন্য নিজের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি ডেভেলপমেন্টের জন্য সবাই নেতৃত্ব নিয়ে ট্রেইনিং করতে চায়, জানতে চায় এবং শিখতে চায়।

আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে বড় শঙ্কট হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের বড় অভাব। একইভাবে আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব এবং নেতা তৈরির সংস্কৃতির মধ্যে সমস্যা রয়েছে। সার্বিকভাবে আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের তীব্র সংকট রয়েছে।

ধরে নিন, আপনি একজন যোগ্য নেতা হতে চান। সুতরাং কীভাবে আপনি আপনার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি করবেন, কীভাবে নেতা হিসেবে নিজেকে বিকশিত করবেন কিংবা কোথা থেকে আপনি এ বিষয়ে জানবেন, শিখবেন?

আমাদের দেশে যারা নেতৃত্ব এবং নেতৃত্বের বিকাশ নিয়ে ট্রেইনিং করান তাদের সংখ্যাও খুব কম, যা হাতে গণনা করা যায়। নেতৃত্ব এবং নেতৃত্বের বিকাশ নিয়ে আমাদের দেশে গবেষণা নেই বললেই চলে। যারা এ দেশে নেতৃত্ব নিয়ে ট্রেইনিং করান তারা বিদেশি ট্রেইনারদের গবেষণার ওপর শতভাগ নির্ভরশীল।

আমারও ইচ্ছে আছে আমি যে সেক্টরে কাজ করি সে সেক্টরের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা হব এবং প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য চালকের আসনে বসে নেতৃত্ব দিব। যেহেতু আমি আমার জব সেক্টরের প্রথম সারির নেতা হতে চাই সে জন্য আমি আমার মধ্যে নেতৃত্ব তৈরি করার জন্য অনেক ট্রেইনিং করেছি। সেলফ লার্নার হিসেবে বিদেশি

ট্রেইনারদের গবেষণা পেপার, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেছি এবং এখনও করছি। নেতৃত্বের বিকাশ নিয়ে গবেষণা করতে যেয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয় পৃথিবীর সেরা লিডারশিপ গুরুদের সঙ্গে। তাদের কর্ম এবং কর্মময় জীবনের বইপুস্তক আমার গবেষণার এবং লেখালেখির মূল উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।

ডিজিটাল যুগের একজন সোশ্যাল মিডিয়া ওয়ার্কার এবং ট্রেইনার হিসেবে আমার মনে একটি প্রশ্ন তৈরি হয় সে প্রশ্নটি হচ্ছে, আপনি কার কাছ থেকে লিডারশিপ বিষয়ে শেখা উচিত? এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আমি অনেক দিন ধরে অনেক সময় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ইন্টারনেটে গ্লোবাল লিডারশিপ গুরুদের নিয়ে কাজ করেছি। হঠাৎ একদিন মনে হলো, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি।

আমার প্রশ্নটি ছিল—আপনি কার থেকে লিডারশিপ বিষয়ে শেখা উচিত?

উত্তর হচ্ছে, লিডারশিপ বিষয়ে শিখতে হলে আপনাকে গ্লোবাল লিডারশিপ গুরুদের কাছ থেকে, তাদের গবেষণা থেকে, বইপুস্তক থেকে, ট্রেইনিং থেকে শেখা উচিত। সুতরাং কাদের গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু বলা হয় এটিও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন হতে পারে।

গ্লোবাল লিডারশিপ গুরুদের বিষয়ে আপনার মনের শত শত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে আমি এই বইটি লিখলাম, যাতে গ্লোবাল লিডারশিপ গুরুদের সম্পর্কে এবং তাদের বইপুস্তক, কর্মময় জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য দেয়া আছে। গ্লোবাল লিডারশিপ গুরুদের নিয়ে বাংলা ভাষায় এই বইটি হচ্ছে প্রথম বই। আশা করছি, এই বইটি আপনার শত শত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

যেভাবে আমি প্রাতিষ্ঠানিক নেতা হলাম

ছাত্রজীবনেই আমি একজন নেতা এবং নেতৃত্বের গুরুত্ব বুঝেছিলাম। স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি লাইফে সাংগঠনিক নেতা হিসেবে আমার খুব কদর ছিল বলা যায়। যখন যে সংগঠন করেছি সেখানে বিভিন্ন ধরনের অবদান রাখার সুযোগ আমার হয়েছিল। ছোটবেলায় আমার খুব প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। যেহেতু ফুটবল আমার প্রিয় খেলা তাই ভালো ফুটবলার হিসেবে স্কুল জীবনে ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন ছিলাম। সে সময় নিজেকে নেতা হিসেবেই ভাবতাম এবং যোগ্য নেতা হিসেবে দলকে নেতৃত্ব দিতাম। সংস্কৃতিমনা হওয়ার সুবাধে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। কলেজ জীবনে

নাট্যদলের নেতা হিসেবেই আমার পরিচিতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে আমি হয়ে উঠলাম সাংগঠনিক নেতা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের যে সময়টায় সবাই প্রেম-ভালোবাসায় ব্যস্ত ছিল সে সময়টা আমি কাটিয়েছি সংগঠন করে। ফার্মেসী স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুবাধে একটি ডিপার্টমেন্টের সব ছাত্রছাত্রীর নেতা হয়েছিলাম। বিভিন্ন কাজে একজন নেতা হিসেবে আমি সফলও হয়েছিলাম। একজন নেতা হিসেবে আমার খুব সাহস ছিল তবে আমি সবসময় সৃজনশীলতা, আধুনিকতা এবং নতুনত্বে বিশ্বাসী ছিলাম। ইউনিভার্সিটি লাইফ শেষ করার পর আমি আবারও হলাম ফার্মেসি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নেতা। এই ক্ষেত্রে আমি কিছুটা ব্যর্থ হলাম, কারণ ততদিনে আমি চাকরিতে যোগদান করে ফুলটাইম চাকরিজীবী হয়ে উঠলাম। চাকরি করার কারণে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনে সময় দিতে পারিনি, তাই পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক কাজ করা আমাকে দিয়ে সম্ভব হয়নি। সে জন্য নিজেকে ব্যর্থ বললাম। চাকরি জীবনে এসে একদল তরুণকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব পেলাম প্রায় ৬ বছর চাকরি করার পর। ততদিনে আমি অবশ্য ম্যানেজার হয়ে গেলাম। পদবি আমার ম্যানেজার হলেও আমি আমার মধ্যে একজন নেতাকে ধারণ করতাম। তারপরও নেতৃত্বের অনেক গুণাগুণ আমার মধ্যে অভাব ছিল। একজন আদর্শ নেতা হওয়ার জন্য অনেক পড়াশোনা করেছি, কিন্তু সবসময় নেতা ও নেতৃত্ব বিষয়ে পড়াশোনা করেও ভালো নেতা হওয়া যায় এ কথা সত্য। একজন ভালো নেতা হওয়ার জন্য চর্চা যেমন থাকতে হয়, তেমনি অনুশীলন করে উদাহরণ সৃষ্টি করাটাও জরুরি। তা ছাড়া অভিজ্ঞতাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চাকরি জীবনের ১৮ বছর পর আমি আমার মধ্যে একজন নেতাকে ধারণ করি। নেতা হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্ব দিই যেখানে প্রায় ২ হাজার মানুষ কাজ করে। তাদের সফলতার জন্য আমি কাজ করি তারাও আমার জন্য প্রবৃদ্ধির উদাহরণ সৃষ্টি করে। আমি বিশ্বাস করি, আমার সফলতা তাদের কারণে। আমি আমার সব সহকর্মীকে ভালোবাসি। সবাইকে নিয়ে আমি বহুদূর যেতে চাই যেভাবে আমি ভাবছি, স্বপ্ন দেখছি ঠিক সেভাবে।

সবার জন্য শুভকামনা।

মো: মাছুম চৌধুরী
masum.pha@gmail.com
0171 7642874

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ : ১৫-৩৩

নেতৃত্ব কী
নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ
নেতৃত্ব শেখার বিষয়
নেতৃত্বের পরিবেশ
নেতৃত্বের সংকট
সফল নেতৃত্বের নির্দেশিকা
নেতৃত্বের সফলতা
সফল নেতার ৮টি ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে
সফল নেতার ৮টি গুণ
সফল নেতার কোর ভ্যালুজ বা মূল্যবোধ
সফল নেতৃত্বের ৭টি আচরণ
নেতৃত্বের সফলতার মূল ভিত্তি

দ্বিতীয় পাঠ : ৩৪-৪৪

জন সি ম্যাক্সওয়েলের নেতৃত্বের ২১টি অকাট্য মূলনীতি

তৃতীয় পাঠ : ৪৫-১০৬

গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-১ [Guru-1]
জন সি ম্যাক্সওয়েল (John C. Maxwell)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-২ [Guru-2]
অ্যান্থনি রবিনস (Anthony Robbins)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-৩ [Guru-3]
অ্যাডরিয়ান গস্টিক (Adrian Gostick)

গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-৪ [Guru-4]
সিমন সিনেক (Simon Sinek)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-৫ [Guru-5]
মার্ক সানব্রন (Mark Sanborn)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-৬ [Guru-6]
রবিন শর্মা (Robin Sharma)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-৭ [Guru-7]
লিজ ওয়াইজম্যান (Liz Wiseman)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-৮ [Guru-8]
আর্থার কারমাজ্জি (Arthur Carmazzi)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-৯ [Guru-9]
জন বালডোনি (John Baldoni)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-১০ [Guru-10]
জন মেট্টোন (John Mattone)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-১১ [Guru-11]
চেস্টার এলটন (Chester Elton)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-১২ [Guru-12]
কেন ব্লেনচার্ড (Ken Blanchard)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-১৩ [Guru-13]
ড. লেন্স সেকরিটান (Dr. Lance Secretan)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-১৪ [Guru-14]
জিম কলিন্স (James Collins)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-১৫ [Guru-15]
জেসন জিনিংস (Jason Jennings)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-১৬ [Guru-16]
টম পিটারস (Tom Peters)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-১৭ [Guru-17]
ডেভিড নৌর (David Nour)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-১৮ [Guru-18]
শাল্লেই হেলগেসেন (Sally Helgesen)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-১৯ [Guru-19]
ফন জার্মার (Fawn Germer)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-২০ [Guru-20]
মাইক মায়াট (Mike Myatt)

গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-২১ [Guru-21]
নিন জেমস (Neen James)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-২২ [Guru-22]
পেট্রিক লেনসিওনি (Patrick Lencioni)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-২৩ [Guru-23]
ড. শৈলেশ ঠাকর (Dr. Shailesh Thaker)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-২৪ [Guru-24]
সিওয়াই ওয়েকম্যান (Cy Wakeman)
গ্লোবাল লিডারশিপ গুরু নম্বর-২৫ [Guru-25]
গর্ডন ট্রেডগোল্ড (Gordon Tredgold)

চতুর্থ পাঠ : ১০৭-১১১

যেভাবে নেতা থেকে মহান নেতা হবেন

পঞ্চম পাঠ : ১১২-১১৬

লিডারশিপ ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস

ষষ্ঠ পাঠ : ১১৭-১১৯

নেতৃত্বের ৭টি তত্ত্ব

সপ্তম পাঠ : ১২০-১২৭

সফল নেতার রুটিন

প্রথম পাঠ

নেতৃত্ব কী

নেতৃত্ব কোনো বিশেষ ব্যক্তি কিংবা তার পদবি নয়। নেতৃত্ব হচ্ছে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির নৈতিক প্রক্রিয়া, যা শুধুমাত্র বিশ্বাস, দায়বদ্ধতা, প্রতিশ্রুতি, আবেগ, ভালোবাসা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তৈরি হয়। নেতৃত্ব হচ্ছে কোনো একটি স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কোনো একটি দল বা গোষ্ঠীর একসঙ্গে চলার সংগ্রাম। ওয়ারেন বেনিস নেতৃত্বের বিষয়টিকে ব্যাখা করতে গিয়ে বলেছেন, নেতৃত্ব হচ্ছে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা। যিনি কল্পনা কিংবা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখাতে পারেন তিনিই তো নেতা। নেতৃত্ব হচ্ছে একজন মানুষের পদাধিকার কর্তৃত্বের বাইরে এসে ইতিবাচক কাজে মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করার ক্ষমতা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি নের্তৃত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন, নেতৃত্ব এবং শেখা একে অপরের জন্য অপরিহার্য। সফল নেতা সবসময় ইতিবাচক কাজে মানুষকে প্রভাবিত করে, কিন্তু ক্ষমতা দেখায় না। কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা একজন নেতার উদ্দেশ্য হতে পারে না বরং ইতিবাচক কাজে মানুষকে প্রভাবিত করাই নেতার কাজ।

নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ

১৯৮৯ সালে ওয়ারেন বেনিস নেতা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম হচ্ছে 'অন বিকামিং অ্যা লিডার'। একজন সত্যিকারের নেতার নিজেকে প্রমাণ করার কোনো আগ্রহ থাকে না, কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ আছে। একজন সত্যিকারের নেতার জন্য যা সত্যি তা হলো— ভালো কিংবা খারাপ সবকিছুই আমাদের জন্য সত্য।

একজন মানুষ যখন তার সব সম্ভাবনা সত্যিকারভাবে প্রকাশ করতে পারে তখন তার সত্যিকারের নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

একজন নেতা খুব আবেগ আগ্রহের সঙ্গে তার জীবন থেকে মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণরুপে প্রকাশ করার সক্ষমতা রাখেন। নিজেকে প্রকাশ করার এই মুক্ত এবং আনন্দদায়ক বৈশিষ্ট্যই একজন নেতার সবচেয়ে বড় গুণ এবং নেতৃত্ব দেয়ার পূর্ব শর্ত। নেতৃত্ব দেয়ার প্রথম শর্তই হচ্ছে সবার আগে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হবে। সত্যিকারের নেতারা তাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রাখেন, সে জন্য তারা তাদের নিজের শক্তি প্রয়োগে সঠিকভাবে অনুশীলন করতে পারেন। সত্যিকারের নেতারা তাদের দুর্বলতাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন এবং দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন।

সত্যিকারের নেতা জানে সে কী চায়, কেন চায়, কীভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে মানুষকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা সম্ভব এবং মানুষের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করা সম্ভব।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরো পৃথিবীই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে বলে মনে করা হয়। কারণ বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে যে পরিবর্তন হচ্ছে তা খুব আগ্রাসী এবং এই পরিবর্তন জীবন থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও হচ্ছে। পৃথিবীর এই পরিবর্তনের পেছনের শক্তি হচ্ছে আমেরিকা। শুধুমাত্র পৃথিবীব্যাপী নিয়মকানুন, ন্যায়নীতিই পরিবর্তন হচ্ছে না বরং পরিবর্তনের পুরনো খেলাটাই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি, এই পৃথিবীতে বসবাস করতে হলে আপনি কীভাবে নেতৃত্ব দিবেন তা শিখলেই হবে না বরং অদ্ভুত এই নতুন বিশ্বে নেতৃত্ব দেয়ার কলাকৌশল, চুক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। আপনি যদি নেতৃত্ব এবং নেতৃত্বের আগ্রাসী কলাকৌশল সম্পর্কে না জানেন তবে আপনি নেতা হয়েও আগ্রাসী নেতৃত্ব দ্বারা শোষিত হবেন।

নেতৃত্ব শেখার বিষয়

একজন নেতা হওয়া সহজ কোনো বিষয় নয়। যদি নেতা হওয়াটা সহজ হতো তবে ঘরে ঘরে অনেক মহান নেতা তৈরি হতো। আপনি নেতৃত্ব শেখার বিষয়টিকে যতটা সহজ ভাবছেন বিষয়টি অতটা সহজ নয়; কারণ সত্যিকারের একজন মহান নেতা হওয়ার জন্য যে যে চারিত্রিক, মানসিক, মানবিক যোগ্যতা দরকার একজন মানুষের সব ধরনের বিষয়গুলো চিন্তা করে নেতা হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের চর্চায় ব্যস্ত থাকতে হবে। নেতা হওয়ার জন্য একজন মানুষের অনেক গুণাবলি দরকার যেমন : দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকা, নেতৃত্ব চর্চার অভিজ্ঞতা থাকা ইত্যাদি।

আমাদের সমাজে অনেক মানুষই আছেন যারা নেতা হতে চায়, কিন্তু সবাই নেতা হতে পারবে না। এটিই সত্য। কিন্তু কেন?

কারণ তারা নিজেদের নিজস্ব জরায়ুর মধ্যে বন্দি করে রাখে। তাদের ইচ্ছার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। পরিবর্তনের চেষ্টায় তারা অচল এবং নিজেদের সম্ভাবনার বিকাশ করতে তারা ব্যর্থ। যারা নিজেদের নিজস্ব জরায়ুর মধ্যে থেকে বের করে আনতে চায় এবং নিজেদের সার্বিকভাবে রূপান্তর করতে চায় তারাই নেতা হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেন। সত্যিকারের নেতা হয়ে ওঠার জন্য আপনার চূড়ান্ত ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হবে, আপনার যদি প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকে তবেই আপনি সত্যিকারের নেতা হয়ে উঠবেন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন এবং বিবর্তনের মাধ্যমে নেতা হতে হয় শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পড়াশোনার মাধ্যমে নয়। নেতা হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো প্রক্রিয়া নেই। যেমন : শুরুর প্রক্রিয়া, মধ্যভাগের প্রক্রিয়া কিংবা শেষের প্রক্রিয়া। নেতা হওয়ার জন্য হয়তো একই কাজ বারবার করতে হয় এবং কাজের পুনরাবৃত্তি থাকে। নেতা হওয়ার জন্য যেমন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে তেমনি প্রয়োজন আছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার। ভুল থেকে শিক্ষার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি আছে ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা। ভুল করতে হবে, ঝুঁকি নিতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ সফল করার মাস্টার হতে হবে, তবেই নেতৃত্বের বিকাশ সম্ভব।

নেতৃত্বের পরিবেশ

নেতৃত্বের গুণের এবং মানের ওপর নির্ভর করবে আমাদের জীবনমান। আপনি যদি নিজেকে একজন খাঁটি নেতা হিসেবে তৈরি করতে চান তবে আপনাকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে এবং চেষ্টা করে আপনার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে। আজকের নেতাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতের নেতা তৈরি হবে যদিও নতুন নেতৃত্বকে অনেক প্রশ্ন এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।

নেতৃত্বের সংকট

তিনটি মৌলিক কারণে প্রকৃত নেতার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথমত, একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য এবং ব্যর্থতা নির্ভর করবে ওই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্যতার ওপর। সাধারণ মানুষ ওই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিদের কীভাবে গ্রহণ করছে তার ওপর। এমনকি শেয়ারবাজারের চাঙ্গাভাব প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ভাবমূর্তির ওপর নির্ভর করে ওঠানামা করে। এমনও অনেক প্রমাণ আছে যে, একটি অকার্যকর কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মারা যাওয়ার পর উক্ত কোম্পানির শেয়ার রাতারাতি কমে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সততা এবং মূল্যবোধের অভাব এবং অবক্ষয়

আমাদের জন্য উদ্বিগ্নতার বড় একটি কারণ; সে জন্য একটি জাতির জন্য একজন প্রকৃত নেতার অনেক প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, সমাজে তরুণদের মধ্যে কর্মস্পৃহা, উদ্দীপনা এবং অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য সমাজে অনুকরণীয় আদর্শবান নেতার প্রয়োজন, যাকে নেতা হিসেবে সবাই গ্রহণ করে এগিয়ে যাবে।

সফল নেতৃত্বের নির্দেশিকা

এখানে একজন প্রকৃত নেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য ১০টি সফল নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে যাতে আপনার প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার বিপরীতে উন্নতি হয় এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি হয়। একুশ শতকে টিকে থাকার জন্য এই নির্দেশিকাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. আপনার স্বপ্নগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করুন : অন্যদের কাছে আপনার স্বপ্ন, পরিকল্পনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করুন। আপনার কোম্পানিতে মেধাবীদের নিয়োগ করুন। সেরা কর্মীকে পুরস্কৃত করুন। কয়েক মাস পর সহকর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করুন এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে সবাইকে সংগঠিত করুন।

২. ভুলকে আলিঙ্গন করুন : এমন একটি পরিবেশ তৈরি করুন যাতে আপনার সহকর্মীরা ঝুঁকি নিতে সাহস করে এবং উৎসাহী হয়। কথাবার্তা এবং বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সহকর্মীদের আশ্বাস দিন। কাজ করলে ভুল হতেই পারে, সুতরাং সাধারণ ভুল করলে কোনো সমস্যা নেই। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক কাজ সঠিকভাবে করার মনমানসিকতা তৈরি করতে হবে।

৩. আপনার সম্পর্কে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনাকে উৎসাহিত করুন : আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কাউকে রাখতে হবে যারা আপনার কাজ সম্পর্কে সত্যিকারভাবে আলাপ-আলোচনা করবে, আপনার কাজ সম্পর্কে সত্যিকারের ফিডব্যাক দিবে। এমন কেউ হতে পারে আপনার পত্নি, বন্ধুবান্ধব, কিংবা সহকর্মী।

৪. অসন্তোষকে উৎসাহিত করুন : আপনার চারপাশে কিছু খারাপ ধরনের লোক রাখতে হবে যারা আপনাকে বলবে আপনি কী আশা করছেন এবং বাস্তবে কী হচ্ছে সে রকম একটি পার্থক্য তুলে ধরবে। নিজেকে সংশোধন করার জন্য এ ধরনের নেতিবাচক মানুষেরও দরকার আছে।

৫. সহকর্মীদের মধ্যে স্বপ্ন, বিশ্বাস এবং আশা প্রদর্শন করুন : আপনার এই গুণাবলিগুলো সংক্রামক। আপনার সহকর্মীরা আপনার স্বপ্ন, বিশ্বাস এবং আশায় অনুপ্রাণিত হবে এবং নিজেদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে জীবনকে আলিঙ্গন করবে।

৬. আপনার সহকর্মীদের কাছ থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা করুন : সহকর্মীদের উৎসাহিত করুন যাতে তারা নিজেদের সীমা ছাড়িয়ে আরও ভালো কিছু করতে পারে। তাদের এমনভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তাদের সেরা কাজ দেখে আপনি অবাক হয়ে যান এবং তারা তাদের কাজ দেখে গর্ব করতে পারে।

৭. সবকিছুর সংস্পর্শে থাকার কৌশল তৈরি করতে হবে : আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে বাইরের পরিবেশের সঙ্গে ভিতরের পরিবেশের গুণগতমান পরিবর্তন করতে হবে। ভবিষ্যৎ কল্পনা করে এবং বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক উন্নতি সাধিত হয়।

৮. দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে : আপনার দৃষ্টি রাখতে হবে অনেক দূরে সীমানা ছাড়িয়ে। খুব ছোটখাটো চিন্তা করে স্বল্পমেয়াদে কারও দাস হওয়ার দরকার নেই। বড় কিছু হওয়ার এবং অর্জনের চেষ্টায় সচেষ্ট হতে হবে।

৯. ব্যবসায়ের অংশীদারদের মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হবে : আপনার ব্যবসায়ের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত গ্রুপের সবার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে।

১০. আপনার প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কৌশলগত জোট এবং অংশীদারত্ব তৈরি করুন : আপনার প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ এবং সৃজনশীলতার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রেখে এবং ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে পারেন।

নেতৃত্বের সফলতা

নিজের নামের পাশে নেতা লিখে দিলেই কি নেতা হওয়া যায় নাকি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়! একটি প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্ব দেয়া উচিত ওই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে অভিজ্ঞ, যোগ্য, দক্ষ, সৃজনশীল ব্যক্তি, যিনি প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। আমাদের দেশে তরুণদের মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। একজন যোগ্য ও দক্ষ নেতা তার যোগ্যতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলি দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের সবার মনে এবং তার কাস্টমারদের মনে জায়গা করে নিতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের অভাব নেই, কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেয়ার লোকের অনেক অভাব রয়েছে।

একজন যোগ্য নেতার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হচ্ছে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা। বিভিন্ন কোম্পানিতে সাধারণ কর্মকর্তারা নেতৃত্ব বলতে বোঝেন—প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের হুমকি দিয়ে কিংবা চাকরি থেকে বহিস্কারের ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা। আমাদের দেশের সর্বত্রই প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

বিভিন্ন কোম্পানিতে সাধারণ কর্মকর্তারা তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি করতে, চর্চা করতে কিংবা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন। অনেক প্রাতিষ্ঠানিক নেতা রয়েছেন যারা তাদের কথা ও কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। একজন নেতা যখন কথা বলেন তখন একই বিষয়ে যে ধরনের আচরণ করেন কাজের ক্ষেত্রে একই বিষয়ে তিনি আবার অন্য ধরনের আচরণ করেন। অর্থাৎ সাধারণ নেতাদের কথা ও কাজের মিল নেই।

একটি প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৪০০ লোক কাজ করে। এই ১ হাজার ৪০০ লোককে নেতৃত্ব দেন একজন প্রাতিষ্ঠানিক নেতা। কিন্তু সেই প্রাতিষ্ঠানিক নেতার জীবনে নেতৃত্ব এবং নেতৃত্ব বিকাশের কোনো ট্রেইনিং নেই। তাহলে ওই প্রাতিষ্ঠানিক নেতার নেতৃত্বে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কীভাবে ভবিষ্যতের নেতা তৈরি হবে? আমাদের দেশে বেশিরভাগ কোম্পানির চেয়ারম্যান কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা প্রাতিষ্ঠানিক নেতা নির্বাচন করার জন্য সবসময় বয়সকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বয়স বেশি হলেই যে অভিজ্ঞতা বেশি হবে, সৃজনশীলতা বেশি হবে, যোগ্যতা বেশি হবে, কর্মদক্ষতা বেশি হবে এমন কোনো কথা নেই। অল্প বয়সে সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার কারিশমা থাকলে, সৃজনশীলতা ও দক্ষতা থাকলে অনেক বড় প্রতিষ্ঠানকে একজন তরুণ নেতাও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারে।

একজন নেতার নেতৃত্ব ধরে রাখতে হলে ৮টি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে হয়। যে কোনো ভালো কাজের ধারাবাহিকতা হচ্ছে নেতৃত্ব এবং নেতৃত্বের বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যদিও ভালো কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে প্রাতিষ্ঠানিক নেতারা প্রায়ই ভুল করে থাকেন; ফলে প্রতিষ্ঠানে অরাজকতা বিরাজ করে, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে পড়ে।

সফল নেতার ৮টি ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে

১. সফল নেতাদের তথ্য আদান প্রদানের (Information Sharing) ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন : একটি প্রতিষ্ঠানের চালকের আসনে বসেন একজন প্রাতিষ্ঠানিক নেতা। সুতরাং একজন প্রাতিষ্ঠানিক নেতা যা বলেন তা অনুসরণ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকতা-কর্মচারীরা। সেজন্য একজন প্রাতিষ্ঠানিক নেতার যে কোনো বার্তায় থাকতে হবে সততা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, যা শুনে কিংবা পড়ে প্রতিষ্ঠানের সবাই আগ্রহী হবে, উদ্দীপিত হবে এবং অনুপ্রাণিত হবে। একজন প্রাতিষ্ঠানিক নেতার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য, চিঠি কিংবা খুদে বার্তা ইত্যাদি যখন ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠানের সব শ্রেণির কর্মীদের কাছে যাবে তখন একই প্রতিষ্ঠানের সবার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার মনোভাব তৈরি হবে। একজন প্রাতিষ্ঠানিক নেতা যখন প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব ও নেতৃত্ব বিকাশের চর্চা করবেন তখন প্রতিষ্ঠানের সব স্তরের কর্মীদের মধ্যে